Unit 1: Introduction to natural resource: Concept and significance; types of natural resources; renewable and non-renewable resources; resource degradation; resource conservation.

ইউনিট ১: প্রাকৃতিক সম্পদের পরিচয়: ধারণা এবং তাৎপর্য; প্রাকৃতিক সম্পদের প্রকারভেদ; পুনর্নবীকরণযোগ্য / নবায়নযোগ্য এবং অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য / অ-নবায়নযোগ্য সম্পদসমূহ; সম্পদের অবক্ষয়; সম্পদ সংরক্ষণ।

---

## সম্পদের অবক্ষয় (Resource degradation)

**সম্পদের ক্ষয়/হ্রাস (Resource depletion):** Resource depletion is the consumption of a resource faster than it can be replenished. অর্থাৎ সম্পদের ক্ষয় বলতে বোঝায় একটি সম্পদ যত দ্রুত পূরন করা যায় তার থেকে দ্রুতহারে তাকে ব্যবহার করা।

**সম্পদের অবনমন/অবক্ষয় (Resource degradation):** is the deterioration of the environment through depletion of resources such as air, water and soil, the destruction of ecosystems and the extinction of wildlife. It is defined as any change or disturbance to the environment that is perceived to be deleterious or undesirable. সম্পদের অবক্ষয় হল বায়ু, জল ও মাটি ইত্যাদি সম্পদের ক্ষয়, বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ এবং বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তির মাধ্যমে পরিবেশের অবনতি। এটিকে পরিবেশের কোনো পরিবর্তন বা ব্যাঘাত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা ক্ষতিকারক ও অবাঞ্ছিত।

## সম্পদের অবক্ষয় ঘটার কারণ (Causes of Resource Degradation)

কোন গচ্ছিত বা অপুরণশীল সম্পদের পুনঃপুনঃ ব্যবহারের ফলে ঐ সব সম্পদের নিঃশেষ হওয়াকে সম্পদ হ্রাস বলে। নিকট ভবিষ্যতে ঐ সব সম্পদের পুনঃস্থাপনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। মাটি থেকে সংগৃহিত খনিজ ও জীবাশ্ম জ্বালানী (fossil fuels) গচ্ছিত বা অপুরণশীল সম্পদ যা একদিন না একদিন শেষ হয়ে যাবে। আবার মাছ ও কাঠের মত পূরণশীল সম্পদের পুনঃস্থাপনের ব্যবস্থা না করেই যথেচ্ছভাবে সংগ্রহ করায় মাঝ ও কাঠের পরিমাণ দারুণভাবে কমে গেছে। চাষবাস ও কাঠের প্রয়োজনে বনভূমি কেটে ফেলা হচ্ছে। জনসংখ্যার চাপে আর্থিক শোষণ (exploitation) যত বাড়বে, পরিবেশের ভারসাম্য তত বিঘ্নিত হবে যা সম্পদের বিকাশে বাধা দেবে। সম্পদের ক্ষয় বা বিনাশের কয়েকটি সম্ভাব্য কারণ-

**(i) সম্পদের অতি ব্যবহার (Over exploitation of resources):** প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ ব্যবহারের ফলে সম্পদের পরিমাণ কমে যায় এবং এক সময় সম্পদের সংকট দেখা যায়। যেমন অতিরিক্ত গাছ কাটার ফলে উত্তরাঞ্চলের বনভূমি ফাঁকা হয়ে গেছে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার বনভূমি বিলুপ্তির পথে। জমি থেকে বছরে 3/4 টি করে ফসল তোলার ফলে তার উর্বরতা শক্তি কমে গেছে।

**(ii) সম্পদের অপচয় (Wastage of resources):** অভাবের জন্য মানুষ সম্পদ নষ্ট করে চলেছে। ভারতের মত বিকাশশীল দেশে জ্বালানীর জন্য গরীব মানুষরা বনভূমি ধ্বংস করে চলেছে। মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, কর্নাটকের মালভূমিতে এবং হিমালয়ের পাদদেশের তরাই অঞ্চলে এইভাবে মূল্যবান বনভূমি নষ্ট হচ্ছে।

**(iii) সম্পদের বহুমুখী ব্যবহার জনিত ক্ষয়:** পেট্রোলিয়াম থেকে বহুবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এই খনিজ তেলের ব্যবহার ও বহুবিধ, স্বভাবতঃই তার চাহিদা ব্যাপক, এই কারণে তা শীঘ্র শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে, কয়লা, তামা, রূপোর সম্বন্ধে একই কথা খাটে।

**(iv) কারিগরী জ্ঞানের অভাব ও অনুন্নত অর্থনীতি:** আগে গোবর শুধুমাত্র ক্ষেতে সার দেবার কাজে লাগত, বর্তমানে তাকে জ্বালানীর (Biogas) কাজে লাগানো হচ্ছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত শহরের আবর্জনা, জঞ্জাল শহরের প্রান্তভাগে ফেলে দেওয়া হত পরিত্যক্ত পদার্থ হিসেবে। আজ তা থেকে শক্তি উৎপাদন হচ্ছে। তাই বলা চলে কারিগরী জ্ঞানের যত বিকাশ ঘটবে সম্পদের অপচয় তত কমবে।

**(v) দূষণজনিত কারণে সম্পদের বিনাশ:** সময়ও প্রচুর তেলের খনি ধ্বংস হয়েছিল। ফলে তেল সমুদ্রের জলে মিশে যাওয়ায় সামুদ্রিক প্রাণীর ব্যাপক হারে মৃত্যু হয়েছিল। জাপানের হিরোশিমাতে যে পারমাণবিক বোমা ফেলা হয়েছিল যুদ্ধের (Guld war) একি করা যায়। মধ্যপ্রদেশের ভুপালে ইউনিয়ন কার্বাইড কোম্পানীর যে গ্যাস লিক হয়েছিল, তার কালারাশিমাদের ওপর বাদশারা অনুভব করেন। 1999 সালে পোখরাণে ভারতবর্ষে পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছিল তার ফলে সেখানকার কৃষি জমি অনুর্বর হয়ে পড়েছে।

এছাড়া, (vi) পরিকল্পনা রূপায়ণে অহেতুক দেরি। (vii) প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি হয় এমন প্রকল্প রূপায়ণ। (viii) রাজনৈতিক অস্থিরতা। (ix) শ্রমশক্তির অপব্যবহার। (x) পতিত জমি উদ্ধারে দেরি ইত্যাদি কারণের জন্য সম্পদের পরিমাণ কমে যায়।

## সম্পদ সংরক্ষণ (Resource Conservation)

"Earth provides enough to justify everyman's need but not everyman's greed" - Mahatma Gandhi. অর্থাৎ প্রতিটি মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট সম্পদ এ পৃথিবীতে রয়েছে, কিন্তু তাদের লোভ নয়। এর কারণ মানুষের লোভের কোনো সীমা নেই। সম্পদ সংরক্ষণ (Resource Conservation)-এর ধারণা তৈরি হয়েছে সম্পদ সংকট (Resource crisis)-এর থেকে । সংকট থাকলেই মানুষ তা থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজবে এবং এক সময় সম্পদ সংরক্ষণ করাকেই সম্পদ সংকট থেকে মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নেবে। পৃথিবীতে সম্পদের অভাব নেই। হয়ত এই প্রজন্মের জন্য অফুরন্ত সঞ্চয় রয়েছে। কলসীর জল বারবার পান করতে করতে যেমন তা একসময় শেষ হয়ে যায় তেমনি খনিজ সম্পদের বারবার ব্যবহার করায় পৃথিবীতে একদিন গচ্ছিত সম্পদের ভান্ডারে টান পড়বে। তাই যখন আগামী প্রজন্মের সুবিধে অসুবিধের কথা চিন্তা করা হয় তখনি সম্পদ সংরক্ষণের ব্যাপারটা মনে আসে। তাই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতা (social accountability) থেকেই আমাদের সম্পদ সংরক্ষণ করতে হবে।

সংরক্ষণের মূল বক্তব্য হল প্রয়োজনের তুলনায় যে জিনিসের যোগান অল্প, ভবিষ্যতের জন্য তার কিছুটা সঞ্চয় করে রাখা, আর তা করতে গেলে প্রয়োজন ঐ দ্রব্যের সুপরিকল্পিত, বিচক্ষণ, দক্ষ ব্যবহার, যাতে করে বর্তমানের অদূরদর্শী কাজ ভবিষ্যতকে বঞ্চিত না করতে পারে। আর এজন্য দরকার সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সঠিক হার বজায় রাখার ব্যবস্থা। আর এই ব্যবস্থা করার জন্য সম্পদকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে সর্বাধিক সংখ্যক মানুষের যতদূর সম্ভব চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়। এজন্য যা প্রয়োজন তা হল- a) বিচার বিবেচনা করে ব্যবহার, b) অপচয় নিবারণ, c) সংযম, d) ভবিষ্যৎ প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত থাকা ও ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা, e) সঞ্চয়ের পরিমাণ সম্পর্কে জ্ঞান, f) সম্পদের প্রকৃতি তা গচ্ছিত না প্রবহমান এই সম্পর্কে জ্ঞান, g) বিকল্প ব্যবহার; গচ্ছিত সম্পদের বদলে প্রবহমান সম্পদের ব্যবহার।

**"Conservation is any act reducing the rate of consumption or exhaustion for the avowed purpose of benefiting posterity." সংরক্ষণ হল এমন কোনো কাজ বা উদ্যোগ যার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মকে উপকৃত করার জন্য বর্তমানের সম্পদ ব্যবহার বা নিঃশেষ হওয়ার হার কমিয়ে আনা হয়।**

জিমারম্যানের মতে সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবহারের সঠিক হার-ই সংরক্ষণের প্রধান আলোচ্য বিষয়। সংরক্ষণের মধ্যে একদিকে যেমন আছে সম্পদ নিঃশেষ হওয়ার বা ব্যবহারের হার হ্রাস করা তেমনি অন্যদিকে এর লক্ষ্য একটি নির্দিষ্ট সময়ের শেষে অবশিষ্ট অব্যবহৃত উদ্বৃত্ত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা। সংরক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যায় গোষ্ঠী ও ব্যক্তি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থের সংঘর্ষের চরম প্রকাশ ঘটে। কারণ ব্যক্তি বেশি ভোগের স্বার্থে নিয়োজিত। উৎপাদন ব্যবস্থায় বেশি সম্পদ ব্যবহার করলে লাভ বাড়বে। কিন্তু ব্যক্তিগত লাভের

জন্য জাতীয় স্বার্থ বা গোষ্ঠী স্বার্থ ত্যাগ করা উচিত নয়। কোন গচ্ছিত সম্পেদর অতিরিক্ত ব্যবহার করলে ভান্ডার একদিন খালি হয়ে যাবে। তখন দেশ ও জাতি অসুবিধার সম্মুখীন হবে।

ভাবী প্রজন্মের জন্য ভোগের নিয়ন্ত্রণই সংরক্ষণ। তবে শুধু ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে সম্পদ সংরক্ষিত হয় না। এজন্য দরকার: (i) সম্পদ উৎপাদন ও ব্যবহারের উপযুক্ত হার নির্ধারণ করা, (ii) সম্পদের অপচয় বন্ধ করা, (iii) বিবেচনার সাথে সম্পদের ব্যবহার, (iv) সম্পদের কার্যকারিতা ব্যড়ানো, (v) মিতব্যয়িতা, (vi) সম্পদের চাহিদা, যোগান ও ব্যবহারে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি।

## সম্পদ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা (Need for conservation of resources)

আমরা জানি যে অবিরত ব্যবহারের ফলে যে কোন প্রকার সম্পদ (গচ্ছিত বা প্রবহমান) একদিন না একদিন ক্ষয় হবেই। গচ্ছিত সম্পদ আকরিক লোহার কথা ধরা যাক। একদা যুক্তরাষ্ট্রের (লোহা) আকরিক উৎপাদনের শ্রেষ্ঠ অঞ্চল মেসাবি ক্রমাগত হবহারের ফলে নিঃশেষিত হয়ে এসেছে। মাছ হল একটি প্রবহমান সম্পদ। কিন্তু যথেচ্ছ শিকারে ফলে জাপানের উপকূল থেকে সার্টিন মাছের পরিমাণ দারুণভাবে কমে গেছে। নরওয়ে সুইডেন উপকূলের কর্ড-হেরিং মাছ সম্পর্কে একই কথা খাটে। বনভূমি একটি পূর্নভব সম্পদ। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত ভাবে গাছ কাটা এবং বৃক্ষ পুনঃরোপন না করার জন্য ভারতবর্ষের অরণ্যের পরিমাণ দরুণভাবে কমে গেছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে পৃথিবীর মোট ভূমি বিভাগের 33 শতাংশ বনভূমি আচ্ছাদিত থাকলে পরিবেশ দূষিত হবার আশংকা কম থাকে। বন্যা-খরা-ধস ইত্যাদির আশংকা কমে। পৃথিবীর তাপীয় পরিস্থিতির স্থিতাবস্থা বজায় থাকে। এছাড়া, বনভূমি থেকে আমরা বহুবিধ উপকার পাই। তাই বলা চলে সম্পদ সংরক্ষণের ফলে (i) পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকে। (ii) জৈব সম্পদের স্বাভাবিক বিকাশ অক্ষুন্ন থাকে। (ii) সম্পদ ছাড়া সব উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, অর্থনৈতিক প্রগতি স্তব্ধ। সম্পদ ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন। (iv) সবচেয়ে বড় কথা হল এর দ্বারা সম্পদের ঘাটতি এড়ানো এবং আগামীদিনের সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা সম্ভব হয়।

## ■ সম্পদ সংরক্ষণের নীতি বা পদ্ধতিগুলি (Principles of Resource Conservation)

সম্পদ সংরক্ষণের জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত পন্থাগুলোর সাহায্য নেওয়া হয়। তবে দেশ-কাল ভেদে সম্পদ সংরক্ষেণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো আলাদা হয়।

**(ক) ব্যবহার হ্রাস** বলতে বোঝায় যতটুকু দরকার ততটুকু ব্যবহার করা আর ততটুকুই উৎপাদন করা অর্থাৎ অপচয় কমানোর মাধ্যমে ও অতিরিক্ত ব্যবহার কমিয়ে দিয়ে সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করা মিতব্যয়িতা।

**(খ) বিচার-বিবেচনা** করে ব্যবহার অর্থাৎ ঐ দ্রব্যটির ব্যবহার নয়, তার বিকল্প (substitute) থাকলে ঐ বিকল্প বস্তুটি ব্যবহার করা। এক্ষেত্রে কিছুটা বিবেচনা করেই এগোতে হয়।

**(গ) সম্পদের পুনর্ব্যবহার** সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে গচ্ছিত সম্পদের আয়ুষ্কাল আরও কিছুটা বাড়বে। আয়রণ স্ক্র্যাপ বা লোহার ছাঁট ব্যবহার করে আকরিক লোহার আয়ুষ্কাল কিছুটা বাড়ানো সম্ভব। পুরনো প্লাস্টিকের জিনিসপত্র থেকে প্লাস্টিকের নতুন জিনিস তৈরি, কিংবা পুরনো ছেঁড়া কাগজ থেকে নতুন কাগজ তৈরি করে ও প্রকৃতিদত্ত গচ্ছিত কাঁচামালের ওপর চাপ কমানো যায়।

(ঘ) খনি থেকে কয়লা বা লৌহ আকরিক উত্তোলন করতে গিয়ে কয়লা বা আকরিকের বেশ কিছু গুঁড়ো হয়ে নষ্ট হয়ে যায়। খনি থেকে কয়লা বা লৌহ আকরিক উত্তোলন করতে আবর্জনা হসেবে পরিত্যক্ত হয়। **পুনঃস্থাপন (recycling)** পদ্ধতিতে ঐ সব বর্জ্য পদার্থ থেকে নতুন দ্রব্য উৎপাদন সম্ভবপর। কয়লা, খনিজ তেল ইত্যাদি গচ্ছিত সম্পদের ভান্ডার খুব সীমিত বলে এগুলো ব্যবহারের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। অপচয় রোধ করতে পারলে উৎপাদন খরচ কমবে ও গচ্ছিত সম্পদের ভান্ডারের ক্ষতি কম হবে।

**(ঙ) উপজাত দ্রব্যের ঠিকমত ব্যবহার** হলে দ্রব্যের ব্যবহারের পরিমাণ কমে যাবে। কয়লা থেকে প্রচুর উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। কোন বস্তুর উপজাত দ্রব্য ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলে দেশ লাভবান হবে।

**(চ) অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পদ ব্যবহার** করতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া যায়। কোন বস্তু বেশি ব্যবহার করব, কোনটা কম ব্যবহার করব, তা নির্ভর করে চাহিদা ও যোগানের সম্পর্কের ওপর। ঐ সম্পর্কের ওপর ভিত্তি করে অপেক্ষাকৃত বিরল সম্পদের বদলে অধিক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার করতে হয়। যেমন বলা চলে যেখানে সৌরশক্তি ব্যবহার করলে কাজ মেটে সেখানে খনিজ তেল ব্যবহার করা ঠিক হবে না।

**(ছ) প্রয়োগ নৈপুণ্য** শক্তি সংরক্ষণ তথা সম্পদের উৎকর্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। সরাসরি ব্যবহার না করে প্রযুক্তিগত সাহায্য নিলে- (i) কোন দ্রব্যের উৎকর্ষতা বাড়ানো হয়। এটি সম্পদ সংরক্ষণেও সাহায্য করে। কয়লাকে জ্বালানী হিসেবে সরাসরি ব্যবহার না করে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে ব্যবহার করলে কয়লার উৎকর্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়ে। (ii) আবার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলোতে শক্তি ব্যবহার সংক্রান্ত আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে শক্তি সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। (iii) কারিগরী উৎকর্ষতা বাড়লে অপেক্ষাকৃত কম কাঁচামালে বেশি পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন করা সম্ভব।

**(জ) সম্পদের পুনঃস্থাপন** সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করে। কিছু কিছু সম্পদ আছে যেগুলো পূরণশীল। অর্থৎ ব্যবহারের সাথে সাথ পুনরায় উৎপাদনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। গাছ কাটার সাথে সাথে নতুন গাছ লাগালে, মাছ ধরার সাথে সাথে মাছ ছাড়ার ব্যবস্থা করলে, মুক্তা (Pearl) সংগ্রহের সাথে সাথে নতুন শুক্তির চাষ করলে সম্পদের কিছু কিছু সংরক্ষণ সম্ভব হবে।

**(ঝ) নানাবিধ সামাজিক প্রকল্প (social projects)** একদিকে যেমন বর্তমান ও আগামীদিনের সম্পদ সৃষ্টির পথ সহজ করবে। আপরদিকে তা তেমনি ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানের সম্পদ সংরক্ষণে সাহায্য করবে। সামাজিক বনসৃজন (social forestry) প্রকল্প থেকে কাঠের যোগান পাই। আবার একই সাথে তা ভূমিক্ষয় রোধ করে জমির উর্বরতা বাড়ায়, ফলে ফসলের উৎপাদন বাড়ে ও খরাপ্রবণতা রোধ করা সম্ভব হয়।

**(ঞ) উৎপাদনে বিশেষীকরণের** মাধ্যমে প্রাথমিক দক্ষতা বাড়ে। আর দক্ষ শ্রমিকের হাতে সম্পদ উপযুক্তভাবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণভাবে সম্পদ সংরক্ষণের জন্য অভিন্ন নীতি নির্ধারণ করা হলেও সম্পদ সংরক্ষণে কার্যকারিতার সার্থক রূপায়ণের জন্য সংরক্ষণের নীতি চালু হওয়া দরকার।

**(ট) রেলপথে ভাড়ার হার** কম থাকলে একস্থান থেকে অন্যস্থানে সহজেই পণ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়। দ্রুত পণ্য সরবরাহ সম্পদ সংরক্ষণের সুবিধে করে দেয়। Ely (এলি)-র ভাষায় "The reformation of railway rate structure affords a most fertile field for conservation activities", অর্থাৎ রেলশুল্ক হারের পুনর্বিন্যাস সরক্ষণের উর্বর ক্ষেত্র।

**(ঠ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা** সম্পদ সংরক্ষণে এক বড় ভূমিকা নেয়। উন্নত দেশগুলো কারিগরী ও প্রযুক্তিগত উন্নতির কারণে সংরক্ষণ করার ব্যাপারে বেশ এগিয়ে আছে। উন্নত দেশগুলোর সাহায্য নিলে উন্নয়নশীল দেশগুলো এ ব্যাপারে যে যথেষ্ট লাভবান হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

**(ড) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ** করতে পারলে স্বভাবতই সম্পদ উদ্বৃত্ত হবে। কারণ জনতার চাপ কমে গেলে সম্পদের চাহিদা কমে যাবে। এত করে সম্পদ সংরক্ষণ ভাল হবে।

(ঢ) পৃথিবীতে সম্পদের সর্বাধিক বিনাশ ঘটে **যুদ্ধের কারণে**, বিশেষ করে আধুনিক সর্বগ্রাসী মহাযুদ্ধে। দুটি বিশ্বযুদ্ধে এই সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের ভয়াবহতায় বহু মানুষ পঙ্গু হয়ে গেছে।

(ণ) মানুষ যত **সংস্কৃতি-মনস্ক** হবে ততই সে সম্পদ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। শিক্ষার প্রসার এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা নিতে পারে

(ত) সম্পদ **সঠিকভাবে বন্টন** করে যেখানে যতটা দরকার, সেখানে প্রয়োজনমত যোগানের ব্যবস্থা করে সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দ্রুত করা যায়।

(থ) বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য সম্পদ সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এজন্য যথোপযুক্ত **নীতি নির্ধারণ** ও তার প্রয়োগ সুনিশ্চিত করতে হবে।

(দ) সম্পদের উপযুক্ত সংরক্ষণের জন্য **জনগণ**কে সংরক্ষণের সুবিধে ও প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝানো প্রয়োজন। জনগণের ঐকান্তিক সহযোগিতা ছাড়া কোন উদ্যোগই ভালোভাবে শেষ করা সম্ভব নয়। সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত হলে জনগণই সংরক্ষণের কাজে এগিয়ে আসবে।

---